নয় বছর পর

আরও ২ হাজার ৭শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হচ্ছে : আজ ঘোষণা

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

| ঢাকা , বুধবার, ২৩ অক্টোবর ২০১৯

নতুন করে এমপিওভুক্ত (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) হচ্ছে সারাদেশের দুই হাজার ৭৩০টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রায় ৯ বছর পর নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ঘোষণা আসছে। আজ সকাল সাড়ে ১১টার দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেবেন। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করবে। আগামী বছর জুলাই থেকেই এমপিওভুক্তি কার্যকর হবে।

গতকাল দুপুরে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি একথা জানান। সর্বশেষ ২০১০ সালে এক হাজার ৬২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি করা হয়েছিল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এবার এমপিওভুক্তির তালিকায় রয়েছে মোট দুই হাজার ৭৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এরমধ্যে সাধারণ স্কুল ও

কলেজ রয়েছে এক হাজার ৬৫১টি। এছাড়া কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন এক হাজার ৭৯টি মাদ্রাসা, কারিগরি, বিএম এবং কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আর্থিক সংকটের কারণে শেষের ২৮৩টি বাদ দেয়া হলে পরে অর্থের সংস্থান করে এমপিওভুক্তির তালিকায় আনা হয়েছে।

নীতিমালার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এমপিওভুক্তির তালিকা তৈরি করা হয়েছে দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যোগ্যতা ধরে রাখতে না পারলে প্রতিষ্ঠানের এমপিও সাময়িক বাতিল করা হবে। পুনরায় যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে আবারও এই সুবিধার আওতায় আনা হবে। এমপিও পেয়ে গেছে ভেবে হাল ছেড়ে দিলে তারা বিপদে পড়বেন। নতুন-পুরনো সব প্রতিষ্ঠানকে নিবিড় মনিটরিংয়ের আওতায় আনা হবে জানান মন্ত্রী।

নতুনভাবে সাধারণ স্কুল ও কলেজ, কারিগরি ও মাদরাসা এমপিওভুক্তির তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন নীতিমালা অনুযায়ী যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে। তবে এবার কতগুলো প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে, সেটি উল্লেখ না করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০১০ সালে যে পরিমাণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছিল, সেটার দ্বিগুণ প্রতিষ্ঠানকে এবার এমপিওভুক্ত করা হবে। তবে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলতি বছরের জুলাই থেকে সরকারি অর্থ সুবিধা দেয়া হবে।

মন্ত্রী বলেন, এখন থেকে প্রতিবছর এমপিওভুক্তির কার্যক্রম চলমান থাকবে। যেসব প্রতিষ্ঠান যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাদের এমপিওভুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হবে। আর যেসব প্রতিষ্ঠান পিছিয়ে থাকবে তাদের সহযোগিতা করে এগিয়ে আনা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা অর্জন হলেই এমপিওর আওতায় আনা হবে, যোগ্য বিবেচিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্তির বাইরে থাকবে না। এ সময় প্রেসক্লাবের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলন প্রত্যাহারেও আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী।

মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব সোহরাব হোসাইন প্রমুখ। ২০১০ সালে এক হাজার ৬২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল। এরপর থেকে এমপিওভুক্তির দাবিতে নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। এখনও জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নতুন নীতিমালা বাতিল করে পুরনো নিয়মে স্বীকৃতি পাওয়া সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। গত সোমবার থেকে তারা আমরণ অনশন শুরু করেছেন।

আন্দোলনকারী একাধিক শিক্ষক নেতা অভিযোগ করেন, এবার এমপিওভুক্তির তালিকায় বেশিরভাগই পুরনো প্রতিষ্ঠান। কেবল স্তর পরিবর্তন করে (নিম্ন মাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিক

এবং মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক) এমপিওভুক্তি করা হচ্ছে।